ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শারমিনকে বিয়ের প্রস্তাব সালমানের, কী জবাব দিয়েছিলেন অভিনেত্রী?
পৃঃ ৫

অবসর প্রশ্নে কী বললেন রোহিত?
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৩৬ ● কলকাতা ● ০৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ২০ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভোট মিটলেই রাজ্যে বড়সড়

নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভোট মিটলেই রাজ্যে বড়সড় নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে আদর্শ আচরণবিধি লাগু রয়েছে রাজ্যে। আগামী ১০ জুন তা উঠে যাচ্ছে। তার পরেই সম্ভবত অঙ্গনওয়াড়ির সুপারভাইজার পদে নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। শূন্য পদের সংখ্যা ১৩ হাজার ২২৫টি।আবেদন করা যাবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে। সেখানে গিয়ে লগইন করলেই একটি লিঙ্ক খুলে যাবে। সেখানেই পাওয়া যাবে ফর্ম। সেই ফর্ম পুরণ করে যেসব নথি চাওয়া হচ্ছে তার স্ক্যান করা নথি আপলোড করতে হবে। সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে সাবমিট করলেই ফর্ম জমা দেওয়া হয়ে যাবে। এইসব আবেদনপত্র প্রিন্ট করে রাখাই ভালো।

যেসব নথি আবেদনের সঙ্গে দিতে হবে তা হল শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি, বয়সের প্রমাণপত্র, জাতিগত শংসাপত্র, পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও অন্যান্য জরুরি নথি। লোকসভা ভোটের পর আবেদন জমা নেওয়া শুরু হবে। সম্ভবত পুজোর আগেই নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।জানা যাচ্ছে রাজ্যের যে কোনও জায়গার বাসিন্দারা এই অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজার পদে আবেদন করতে পারবেন।আবদন করার জন্য বয়স কমপক্ষে হতে হবে ১৮ বছর। সর্বোচ্চ বয়স হতে হবে ৪২ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে উচচমাধয়মিক। তবে স্নাতকরাও এই পদে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করা যাবে অনলাইনে। এর জন্য কোনও টাকা লাগবে না।

ফের রাজ্য পুলিশের

একাধিক অফিসারকে বদলির নির্দেশ জারি করল নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আজ রাজ্যে পঞ্চমদফার ভোট গ্রহণ। তার আগে ফের রাজ্য পুলিশের একাদিক অফিসারকে বদলির নির্দেশ জারি করল নির্বাচন কমিশন। একসঙ্গে চার অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। তবে ষষ্ঠদফার ভোট যে জেলাগুলিতে রয়েছে সেই সব জেলা থেকে অফিসার বদল করা হয়েছে।

পুরুলিয়া, কাঁথি, তমলুক-সহ আট কেন্দ্রে ভোট রয়েছে ষষ্ঠ দফায়। সোমবার ২০ মে সকাল ১০টার মধ্যে তাঁদের জায়গায় কাঁদের বসানো হবে তার ৩ থেকে ৪ জনের নামের প্যানেল পাঠাতে বলা হয়েছে। তারপর নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে এই পদে কারা বসবেন। প্রায় প্রতি দফাতেই কোনও কোনও পুলিশকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ভোট ঘোষণার পরেই রাজীব কুমারকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় অন্য এক অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজীব কুমারকে

এরপর ৩ পাতায়

২০২৪ সালে বলছি সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে ভরব: মোদী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চম দফা ভোটের আগে পুরুলিয়ায় বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় মাহাতোর সমর্থনে প্রচারসভা সেরে গেলেন নরেন্দ্র মোদি। এদিনের সভা থেকে কংগ্রেস এবং তৃণমূলকে এক বন্ধনীতে রেখে আক্রমণ করেন তিনি। আগামী ৪ জুনের পরে নতুন সরকার করার অঙ্গীকারও করতেও দেখা যায় তাঁকে।মোদির তীব্র আক্রমণ, "কংগ্রেস ও তৃণমূল এক্ কংগ্রেসের সাংসদ ও প্রার্থীদের কাছে নোটের পাহাড় পাওয়া যাচ্ছে। আমি আমার জীবনের এমন নোটের পাহাড় দেখিনি। এদের কাছে নোটের পাহাড়। তৃণমূল মন্ত্রীর কাছেও নোটের পাহাড়।"

তিনি বলেন, "আমি ২০১৪ সালে বলেছিলাম দুর্নীতিগ্রস্তদের ধরব। ২০২৪ সালে বলছি সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে ভরব। আমাকে গালি দিলেও এটা করা উচিতৃগ্যারান্টি দিচ্ছি ৪ জুনের পর নতুন সরকার গড়ার পর এমন দুর্নীতিগ্রস্তদের জীবন জেলে কাটবেৃ৪ জুনের পর দুর্নীতিগ্রস্তদের উপরে অ্যাকশন আরও তীব্র হবে (বাংলায়)।" এদিন আরও একবার দুর্নীতির টাকা সাধারণ মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "৪ জুন কী হতে চলেছে দেখুন। মানুষের সুরক্ষা কবচে ইন্ডিয়া জোটের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করতে এরা সিএএ নিয়ে বিরোধিতা করছে। তৃণমূল মা মাটি মানুষের রক্ষা করবে বলে ক্ষমতায় এসেছিল। এখন মা মাটি মানুষের ভক্ষণ করছে টিএমসি।"

ঝাড়গ্রামের বিদায়ী বিজেপি সাংসদ

কুনার হেমব্রম যোগ দিলেন তৃণমূলে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নরেন্দ্র মোদী তখন রাজ্যে দু'টি জনসভা সেরে মেদিনীপুরের পথে। সে সময়ই বিজেপিতে ধাক্কা! ঝাড়গ্রামের বিদায়ী বিজেপি সাংসদ কুনার হেমব্রম যোগ দিলেন তৃণমূলে। রবিবারের জনসভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা তুলে নিলেন তিনি।যদিও সাংসদ পদ থেকে কুনার ইস্তফা দেননি। দলত্যাগের পরেও ঝাড়গ্রাম স্টেশনে রেলের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে কাকে প্রার্থী করা হবে, সেই নিয়ে তৈরি হয় জল্পনা। পেশায় চিকিৎসক প্রণত টুডুর নাম উঠে আসে। এই প্রসঙ্গে কুনার বলেছিলেন, "কে প্রার্থী হবেন আমি বলতে পারব না। অনেকেই লড়াইয়ে রয়েছেন।" কুনারের দলত্যাগ প্রসঙ্গে সুকান্ত জানিয়েছিলেন, বিদায়ী সাংসদের সঙ্গে দলের কোনও রাগারাগি নেই। তার পরেও কুনার জানিয়েছিলেন, তিনি তৃণমূলের প্রার্থী কালীপদের হয়ে প্রচার করবেন। কালীপদ সম্পর্কে তাঁর শ্যালক। কুনারের স্ত্রীর পিসতুতো দাদা তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ। এই প্রসঙ্গে কুনার জানিয়েছিলেন, শ্যালক বাড়িতে এসে সহযোগিতা চেয়েছেন। দু'-চার দিন প্রচারে যাবেন। তবে তিনি তৃণমূলের ঝান্ডা ধরবেন না। সে সময় তিনি বলেন, "নিজের দল ছেড়েছি। অন্য দলে যাব না।'' রবিবার ঝাড়গ্রামে অভিষেকের সভায় তৃণমূলের ঝান্ডাই হাতে তুলে নিলেন কুনার। যোগ দিলেন তৃণমূলে।এ বার কুনারকে লোকসভায় টিকিট দেয়নি বিজেপি। চিকিৎসক প্রণত টুডুকে প্রার্থী করেছে তারা। টিকিট না পেয়ে আগেই বিজেপি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন কুনার। ঝাড়গ্রামে তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সোরেনের হয়ে প্রচার করবেন বলেও জানিয়েছিলেন। তবে জানিয়েছিলেন, অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন না। এ বার সেই কুনারই যোগ দিলেন তৃণমূলে।গত ৮ মার্চ দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন কুনার। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে চিঠিও দেন তিনি। জানান, ব্যক্তিগত কারণে দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান।

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রসাদ

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য

ফোনে কথা বলে নেবেন

নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

শুভেন্দু অধিকারীর সভা থেকে ফেরার পথে হামলার অভিযোগ

কাঁথি: নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু অধিকারীর সভা থেকে ফেরার পথে হামলার অভিযোগ। কাঠগড়ায় তৃণমূল। বালিসাই মক্তব বুথের কাছে হামলা চালানো হয় বলেই অভিযোগ। এই ঘটনায় জখম অন্তত ৩০। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন বালিসাই বড় রাঙ্কুয়া হাসপাতালে ভর্তি।অভিযোগ, হামলার জেরে অন্তত ৩০ বিজেপি কর্মী-সমর্থক জখম হন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের হাতও ভেঙে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৪ জনের আঘাত বেশ গুরুতর। তাঁদের বালিসাই বড় রাঙ্কুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চলছে চিকিৎসা। এই ঘটনার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে গেরুয়া শিবির। ভোটের মাঝে এই অশান্তিকে কেন্দ্র করে যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রবিবার রামনগরের আর এস এ ময়দানে কাঁথির প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারী সমর্থনে 'বিজয় সংকল্প সভা' করেন শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, হামলার জেরে অন্তত ৩০ বিজেপি কর্মী-সমর্থক জখম হন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের হাতও ভেঙে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৪ জনের আঘাত বেশ গুরুতর। তাঁদের বালিসাই বড় রাঙ্কুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চলছে চিকিৎসা। এই ঘটনার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে গেরুয়া শিবির। ভোটের মাঝে এই অশান্তিকে কেন্দ্র করে যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।ওই সভায় দলের একাধিক নেতাকর্মী ছিলেন। দলীয় কর্মী-সমর্থকরাও ভিড় জমান। সভামঞ্চ থেকে একাধিক ইস্যুতে সুর চড়ান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সভা শেষে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বাড়ি ফেরেন। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে।

অধীরকে কেন সামন্ত রাজা বলা হল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অধীর চৌধুরী। একদা বহরমপুরের 'সামন্ত'রাজা। নায়েব-সান্ত্রীরা আগেই সঙ্গ ছেড়েছেন। সাম্রাজ্যও জরাজীর্ণ, ফুটিফাটা হয়ে বহরে অনেক ছোট। কোনওমতে নিজের থানখানি রক্ষা করে রেখেছেন। এবার সেটাও পারবেন কিনা সংশয়। সেই সংশয়ের মধ্যে রুপোলি রেখার মতো দেখা মিলেছে মুক্তির পথের। যার অধীনে তাঁর ছোট্ট 'সাম্রাজ্য' তিনিই বলে দিয়েছেন, হয় নির্দেশ মানুন, নয় রাস্তা মাপুন।এখন প্রশ্ন হল বহরমপুরের 'রবিনহুড' কী সেই পথেই হাঁটবেন? নাকি দলের কর্তাব্যক্তিদের কথা শুনে লাইনে আসবেন? এতদিন বিজেপিতে যোগের ক্ষেত্রে অধীরের যে মূল বাধাটা ছিল, সেটা হল সংখ্যালঘু ভোট। মুর্শিদাবাদে বিজেপির হয়ে রাজনীতি করাটা কঠিন। কিন্তু এই মিথ গত বিধানসভা নির্বাচনে ভেঙে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি দ্বিতীয় হয়েছে। দুটি জিতেছে। তাছাড়া যে সংখ্যালঘু ভোট অধীরের রাজনৈতিক জীবনের মূল পুঁজি ছিল, সেটার সিংহভাগই এখন তৃণমূলের দখলে। তাছাড়া সাধের কংগ্রেস দলই যখন তাঁর রাজনৈতিক লাইনকে সমর্থন করছে না, সেখানে কীসের ভরসাতেই বা পড়ে থাকবেন তিনি? তাছাড়া কংগ্রেসের এমন শক্তিও নেই যে সেখানে থাকলে রাজনৈতিকভাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব কোণঠাসা অধীরের জন্য বিজেপি মন্দ বিকল্প নয়! এখন দেখার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তুলনামূলক সহজ বিজেপির রাস্তা নেন, নাকি কণ্টকময় কংগ্রেসের পথেই মুখ বুজে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন? দ্বিতীয়টি করতে পারলে অবশ্যই আদর্শগত আনুগত্যের জন্য মহানতার দাবি করতেই পারেন বহরমপুরের সামন্তরাজা।সেই রাস্তা মাপার নিদান কিন্তু অধীরের জন্য শাপে বরও হতে পারে। কীভাবে? সেটা বলার আগে বলে রাখা দরকার, অধীরকে কেন সামন্ত রাজা বলা হল।

অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক উত্থান মুর্শিদাবাদে। এ যাবৎ তিনি মুর্শিদাবাদ, বলা ভালো বহরমপুর কেন্দ্রিক রাজনীতি করে গিয়েছেন। দলের দৈন্যের দরুণ তাঁকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ তথা লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতার পদ দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু অধীর বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদের বাইরে কোনওদিন বেরোতে পারেননি। কংগ্রেস যখন গোটা দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করে রেখেছিল, তখনও পারেননি। কংগ্রেসের চরম দৈন্যদশাতেও

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় জাতপাতের রাজনীতি চলবে না: সায়নী ঘোষ

মো. জহির, উত্তর সোনারপুর/ কলকাতা : নিউজ সারাদিন : এই বাংলা, এখানে বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। বাংলায় জাতপাতের রাজনীতি চলবে না। এমনটাই জানিয়েছেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। তিনি উত্তর সোনারপুর বিধানসভা কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাক্ষ্মণ ট্রাস্ট আয়োজিত একটি সভায় বক্তব্য রাখছিলেন। সায়নী ঘোষ বলেন, নির্বাচনে জয়ী হলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের জন্য যা করা সম্ভব সবই করবেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, অরুন্ধতী মৈত্র, ব্রাক্ষ্মণ ট্রাস্টের ডেপুটি স্টেট চেয়ারম্যান মুস্তাফিজ হাশমি, ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীধর মিশ্র, রাজ্য সংগঠক সুমন ব্যানার্জি প্রমুখ।

সুন্দরবনে গুলির লড়াই, চোরাশিকারীদের হাতে মৃত্যু বনকর্মীর!

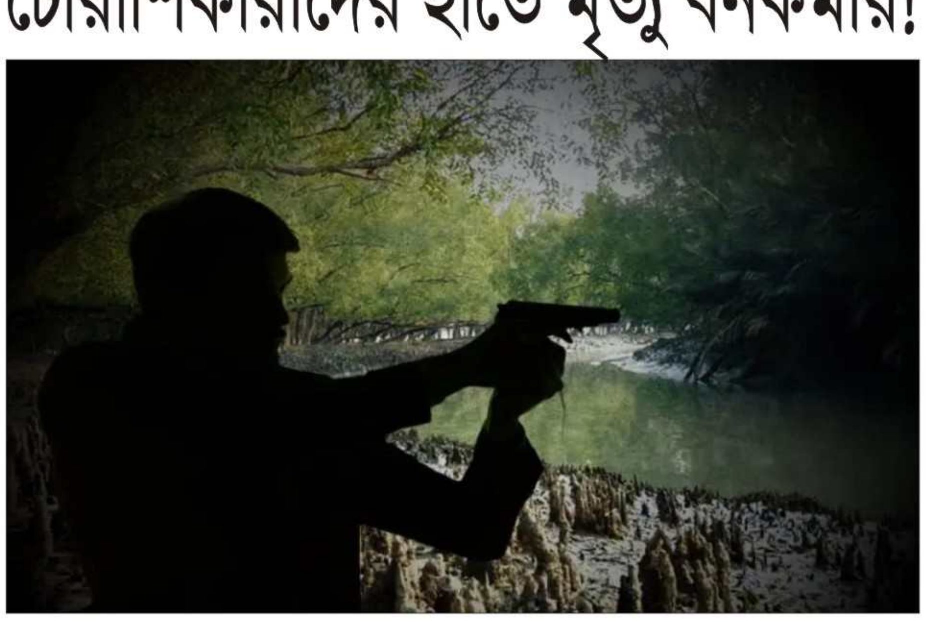

নুরসেলিম লস্কর,সুন্দরবন : নিউজ সারাদিন : রাতের অন্ধকারে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে দীর্ঘক্ষণ চললো গুলির লড়াই। চোরাশিকারীদের হাতে খুন বনকর্মী, প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ বাকি সঙ্গীদের। শনিবার রাত্রে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের বিদ্যা রেঞ্জ অফিসের অধীনস্থ নেতাধপানি ক্যাম্প এলাকায়। বনদপ্তর ও পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত বনকর্মীর নাম অমলেন্দু হালদার(৫৯) দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, প্রত্যেক রাত্রের মতো শনিবার রাত্রেও বোট নিয়ে জঙ্গল পাহারা দিতে বের হয়েছিলেন অমলেন্দু বাবু। সঙ্গে ছিলেন আরও তিনজন সঙ্গী ও বোটের দুজন কর্মী। আর পাহারা দেওয়ার সময় সুন্দরবনের বিদ্যা রেঞ্জ অফিসের অধীনে নেতাধোপানি ক্যাম্প এলাকার জঙ্গলে হরিণ শিকারিরা তাঁদের মুখোমুখি পড়ে যায় বলে খবর। তখন দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ব্যাপক গুলির লড়াই । যদিও পুলিশ জানাচ্ছে দেহে গুলির চিহ্ন নেই। পরে তাঁকে কোপানো হয় বলেও মনে করা হচ্ছে। কারণ তাঁর মাথায় কুড়ুলের গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এদিকে বোটে থাকা আরও পাঁচ কর্মী তখন নদীতে ঝাঁপ দেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই আমল বাবুর দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে সুন্দরবন কোস্টাল থানায় পুলিশ।

আর এই বিষয়ে এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল জানান, দেহে গুলির চিহ্ন নেই। ধারাল কিছুর আঘাতে মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। গোটা বিষয়টি তজন্ত করে দেখা হচ্ছে"।

লোকসভা ভোটের আবহে ফের শিরোনামে তৃণমূলের 'নবীন-প্রবীণ' ইস্যু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আবহে ফের শিরোনামে তৃণমূলের 'নবীন-প্রবীণ' ইস্যু। দলের প্রবীণ নেতা তথা শ্রীরামপুরের জোড়াফুল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে দু'টি সভা করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নির্বাচন রয়েছে সেখানে। ইতিমধ্যেই শেষ প্রচারও সম্পন্ন করে ফেলেছেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী।আগামী ২৭ মে সুদীপের সমর্থনে পদযাত্রা করবেন তৃণমূল নেত্রী। তবে উত্তর কলকাতার প্রার্থীর হয়ে অভিষেককে কবে প্রচারে দেখা যাবে কিংবা আদৌ দেখা যাবে কিনা তা শনিবার অবধি জানা যায়নি। ঘটনাচক্রে, উত্তর কলকাতা, দমদম এবং ডায়মন্ড হারবারে আবার একই দিনে ভোট। আগামী ১ জুন নির্বাচন রয়েছে এই কেন্দ্রগুলিতে। তাই অনেকে আবার মনে করছেন, এবার নিজের কেন্দ্রে প্রচার শুরু করে দিতে পারেন তৃণমূল সেনাপতি। সেক্ষেত্রে 'স্বাভাবিক' কারণেই উত্তর কলকাতা কিংবা দমদমে না দেখা যেতে পারে অভিষেককে।তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেখা গেল, কল্যাণের হয়ে প্রচারে একবারও দেখা মিলল না দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরামবাগের দলীয় প্রার্থী মিতালি বাগের সমর্থনে প্রচার করলেও কল্যাণের প্রচারপর্বে একবারের জন্যেও দেখা গেল না তৃণমূল সেনাপতিকে। শুধু তাই নয়, দলের আরেক প্রবীণ নেতা তথা উত্তর কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোড়া প্রচারপত্রে আবার দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের কোনও ছবি নেই বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সুর চড়িয়েছেন কলকাতা পুরসভার ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিকে শ্রীরামপুরে কল্যাণের প্রচারে তৃণমূল সেনাপতির না যাওয়া, অন্যদিকে সুদীপের প্রচারপত্রে অভিষেকের ছবি না থাকা, এই দু'টি বিষয়কে অনেকেই 'নবীন প্রবীণ' দ্বন্দ্বের আলোয় দেখতে চাইছেন। যদিও এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী নিজে। শনিবার শেষবেলার প্রচারপর্বে কল্যাণ বলেন, 'কে কোথায় প্রচার করতে যাবেন সেটা মমতাদি ঠিক করেন। দিদি নিজে দু'টি জনসভা করেছেন। উনি বলেছেন, কল্যাণ একাই একশো!'

এরপর অভিষেকের না আসা প্রসঙ্গে তৃণমূলের বিদায়ী সাংসদ বলেন, 'অভিষেককে যেখানে দরকার, দল তাঁকে সেখানে পাঠাচ্ছে। এখানে অভিষেক কেন, ববিরাও তো আসেনি'! কল্যাণের হয়ে প্রচার করতে দেখা যায়নি। এরপর থেকেই মাথাচাড়া দিয়েছে একটি জল্পনা। উত্তর কলকাতায় সুদীপের সমর্থনে কিংবা দমদমে সৌগত রায়ের হয়ে প্রচার করতে দেখা যাবে অভিষেককে?

যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের এক প্রথম সারির নেতা বলেন, 'যদি দেখা যায়, শ্রীরামপুরের মতো উত্তর কলকাতা এবং দমদমেও প্রচারে যাননি অভিষেক, তাহলে বুঝতে হবে কোনও একটা ব্যাপার আছে। আর যদি এমনটা না হয়, তাহলে বুঝতে হবে শ্রীরামপুর নিছকই ব্যতিক্রম'। তবে শ্রীরামপুরে অভিষেকের না আসা নিয়ে কল্যাণের অবশ্য কোনও রাগ নেই। একটা সময় অভিষেকের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। তবে পরবর্তীকালে তৃণমূল সেনাপতির প্রশংসাও করেন। বলেছেন, 'অভিষেক এখন অনেক পরিণত একজন রাজনীতিক'। তবে কল্যাণ বিষয়টিকে স্বাভাবিক বললেও, তাঁর কেন্দ্রে তৃণমূল সেনাপতির প্রচারে না যাওয়া নিয়ে কিন্তু চর্চা চলছেই।

সভা সেরে প্রধানমন্ত্রী

কলাইকুন্ডা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে রাত কাটাবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী কাল রাজ্যে পঞ্চম দফায় ভোটগ্রহণ, তার আগে আজ ফের বঙ্গসফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার রাজ্যে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে তিনটি সভা করবেন তিনি। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে পর পর সভা রয়েছে তাঁর। কিন্তু এর আগে বঙ্গসফরে এসে কলকাতার রাজভবনে রাত কাটালেও, এবার আর রাজভবনে উঠছেন না মোদি।নির্বাচনী মরশুমেই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন রাজভবনের অস্থায়ী কর্মী এক মহিলা। চাকরির স্থায়ীকরণ এবং উন্নতির আশ্বাস দিয়ে রাজ্যপাল দু'-দু'বার তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন বলে দাবি করেন তিনি। অভিযোগকারিণী থানায় অভিযোগ জানালেও, সংবিধানে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের অনুমতি নেই। এমন পরিস্থিতিতে রাজভবনের তিন কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে কলকাতা পুলিশ। অভিযোগকারিণীকে তাঁরা বাধা দেন, অভিযোগ জানানো থেকে আটকাতে যান বলে অভিযোগ।রাজ্যপাল

এরপর ৪ পাতায়

ভারত সেবাশ্রম সংঘের দুর্গাপুর শাখার সেক্রেটারি মমতাকে পাগলি বলে উল্লেখ করেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হুগলির গোঘাটের সভা থেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একাংশে সমালোচন করে করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের বিরুদ্ধে তিনি রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন। এনিয়ে আজ প্রতিক্রিয়া দিল দুর্ঘাপুরের ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ওই মন্তব্যের জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের দুর্গাপুর শাখার সেক্রেটারি মমতাকে পাগলি বলে উল্লেখ করেন।

মমতা ওই মন্তব্যের পরপরই ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীদের অপমান করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। মমতার মন্তব্য নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের দুর্গাপুর শাখার সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ বলেন, রামকৃষ্ণ মিশনও এতে জড়িয়েছে। আমারা যা সিদ্ধান্ত নিই তা আমাদের হেড কোয়ার্টার থেকেই হয়। কোনও ব্রাঞ্চ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এটাই নিয়ম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার কী ব্যাখ্যা করব! সে একটা পাগলি আসলে। তার কথার কিছুই ঠিক নাই। প্রাইমিনিস্টারকে উল্টোপাল্টা কথা। একজন মুখয়মন্ত্রীর যা বলা উচিত সেটা উনি বলেন না। এটা মাথা খারাপ ছাড়া আর কী হতে পারে?গতকাল কী বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? এদিনের সভায় মমতা বলেন, আমি অনেক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেই বলছি ওঁরা অনেক মানুষের কাজ করেন। হ্যাঁ, কেউ কেউ করে না। সব সাধু তো সমান হয় না। সব সজন সমান হয় না। আমাদের মধ্যেও কি আমরা সবাই সমান? এই যে বহরমপুরে একজন মহরাজ আছেন, কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবাশ্রম সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার শ্রদ্ধার্ঘের তালিকায় তাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে আছেন। কিন্তু যে লোকটা বলে তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট বসতে দেব না সেই লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটার সর্বনাশ করছেন। আমি আইডেন্টিফাই করেছি কে কে করেছেন। ইস্কনেরও একটি মন্দির আছে, মিশন আছে। এরকম একটা দুটো তো থাকবেই। দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, বলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধু সন্তরা একাজ? রামকৃষ্ণ মিশনকে সাবই শ্রদ্ধা করে। ওদের কাছে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। তাদের আমি ভালোবাসতে পারি, দীক্ষা নিতে পারি কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনওদিন। এটা আমি জানি। তাহলে আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলব?

১-ম পাতার পর

ফের রাজ্য পুলিশের একাদিক অফিসারকে বদলির নির্দেশ জারি করল নির্বাচন কমিশন

কোনও কাজে ব্যবহার করা যাবে না বলে নির্দেশিকা জারি করে নির্বাচন কমিশন। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ করেছে।তার আগে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরানো হয়েছে। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এসডিপিও, পটাশপুর ও ভূপতিনগরের ওসিদেরও বদলির নির্দেশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন।

পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোটের সঙ্গে যুক্ত কোনও কাজে রাখা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পুরসভা ভোট থেকেই পুরুলিয়া জেলার একাধিক জায়গায় অশান্তি দেখা গিয়েছিল। কংগ্রেসের পুরকাউন্সিলরকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল পুরুলিয়ায়। তখন থেকেই উত্তেজনা রয়েছে। এদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এসডিপিও দিবাকর দাসকেও বদলি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কাঁথিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় বলে মনে করা হয়।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কয়েকদিন আগে রাজ্যের বরোধী দলনেতা শাসক দলতে নিশানা করে বলেছিলেন ষষ্ঠদফার ভোটে আরও বাহিনী ঢুকবে রাজ্যে। কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে হবে ভোট। কোনও কারচুপি করার আর অবকাশ থাকবে না। অনেক রাজ্যেই এক দফায় ভোট হয়েছে। সেই সব রাজ্য থেকে বাহিনী এবার বাংলায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ২০ মে রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোট একাধিক স্পর্শ কাতর বুথ রয়েছে। সেসব জায়গায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

তারমাঝেই ষষ্ঠদফার ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। একসঙ্গে চারজন অফিসারকে বদল করে তারই ইঙ্গিত দিয়ে রাখল তারা। ভূপতিনগরের ইন্সপেক্টর ওসি গোপাল পাঠককে বদলি করা হয়েছে। তাঁকেও ভোটের কোনও দায়িত্বে রাখা যাবে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পটাশপুরের ইন্সপেক্টর ওসি রাজু কুণ্ডুকেও সরানো হয়েছে। তাঁকেও ভোটের কাজে রাখা যাবে না।

১-ম পাতার পর

ঝাড়গ্রামের বিদায়ী বিজেপি সাংসদ কুনার হেমব্রম যোগ দিলেন তৃণমূলে

আনন্দবাজার অনলাইনকে কুনার তখন বলেছিলেন, "ব্যক্তিগত কারণেই দল ছাড়লাম। অন্য কোনও দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা নেই।" তাঁকে টিকিট না দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, সেই খবর পেয়েই কি দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? জবাবে কুনার বলেছিলেন, "বিজেপিতে কে টিকিট পাবেন, সেটা ঘোষণা হওয়ার আগে তো বোঝা যায় না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপাতত রাজনীতি থেকে দূরে থাকব।" বিজেপির একটি সূত্র জানিয়েছিল, দীর্ঘ দিন ধরে ডায়াবিটিসে ভুগছেন কুনার। হাঁটাচলাতেও সমস্যা রয়েছে। সে কারণেই ছাড়তে চান রাজনীতি। তবে দলের অন্দরে গুঞ্জন ছিল, ঝাড়গ্রামে টিকিট পাবেন না বুঝেই ওই পদক্ষেপ করেন কুনার।

২ পাতার পর

অধীরকে কেন সামন্ত রাজা বলা হল

পারেননি। সেভাবে ভাবলে কংগ্রেস নামক সাম্রাজ্যের এক সামান্য সামন্তরাজা অধীর চৌধুরী। যে রাজা নিজের জৌলুস হারিয়েছেন। যে রাজার সাঙ্গপাঙ্গরা আজ পাশে নেই। প্রতিনিয়ত 'হানাদার'দের (তৃণমূল এবং বিজেপি) হানা। এমনকী তাঁর সম্রাটও (কংগ্রেস হাইকম্যান্ড) পাশে নেই। অতএব বিকল্প একটাই, নিজের সম্রাটের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা, এবং নিজের অবশিষ্ট রাজপাট নিয়ে অন্য সাম্রাজ্যের শামিল হওয়া। অধীরের কাছেও বিকল্পটা সেই একই।

কেন? ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন ধরলেই বোঝা যায়। এআইসিসি রাজ্যে বরাবর তৃণমূলের সঙ্গে জোটের পক্ষে ছিল। এমনকী আসন সমঝোতা ভেস্তে যাওয়ার পরও তৃণমূলকে আক্রমণ করার পথে হাঁটেনি কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা ভোটপ্রচারে রাজ্যকে ব্রাত্য করে রেখেছেন স্রেফ তৃণমূলকে আক্রমণ করতে চান না বলেই। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব বিস্তর বুঝেছে, যে এটা রাজ্যের ভোট নয়। এক্ষেত্রে মূল শত্রু বিজেপি, তৃণমূল নয়। আর বিজেপিকে দিল্লি থেকে উৎখাত করতে তৃণমূলের সহযোগিতা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। সেখানে অধীর চৌধুরী রাজ্যে দাঁড়িয়ে লাগাতার তৃণমূলের মুণ্ডপাত করেছেন। ঠিক যে সুরে বিজেপি নেতারা কথা বলেন, সেই সুরেই আক্রমণ শানিয়ে গিয়েছেন রাজ্যের শাসকদলকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বারবার দেখা গিয়েছে একই ইস্যুতে AICC এবং প্রদেশ কংগ্রেস আলাদা আলাদা অবস্থানে। প্রদেশের অবস্থান মিলে গিয়েছে বিজেপির সঙ্গে। যাতে আদপে ক্ষতি ইন্ডিয়া জোটের। এখানেই শেষ নয়, বারবার অভিযোগ উঠেছে অধীর চৌধুরী জিততে সাহায্য নেন বিজেপির। এমনকী তিনি মোদির 'প্রিয়পাত্র', যোগীর 'বন্ধু' বলেও শোনা যায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মোদি রাজ্যজুড়ে গুচ্ছ গুচ্ছ সভা করলেও লোকসভায় অধীরের বিরুদ্ধে সভা করেননি। জেপি নাড্ডা, যোগী আদিত্যনাথরা বহরমপুরে এসেও অধীরের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেননি। বিজেপি যে অধীরের জয়ের রাস্তায় কণ্টক বিছোতে চায়নি, সেটা স্পষ্ট। তাঁর প্রতিদান অধীরও দিয়েছেন, বারবার তৃণমূলকে আক্রমণ করে। এর পর বহরমপুরের ভোট মিটতেই জোরালো থাপ্পড়টা খেতে হল তাঁকে। দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলে দিলেন, মমতাকে আক্রমণ বরদাস্ত করা যাবে না। তিনি ইন্ডিয়া জোটের সদস্য। এটা মানতে হবে, নয় তো নিজের রাস্তা খুঁজে নিতে হবে। অর্থাৎ, যে রাজনীতিটা অধীর করছিলেন, কংগ্রেস সেটাকে বরদাস্ত করবে না। সঙ্গে সঙ্গে বিজেপিও বলে দিল, বিভীষণের ঘরে থেকে তৃণমূল বিরোধিতা সম্ভব নয়। অতএব রামের ঘরে আসুন।তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? অধীর চৌধুরীকে কংগ্রেস সাফ বলে দিল, পার্টি লাইনে আসুন, নয়তো পথ ছাড়ুন। বিজেপি বলে দিল, আপনি যে পথে হাঁটছেন, সে পথ আমাদেরই। অতএব আপনি চাইলে হাঁটতেই পারেন। রাস্তা কারও একার নয়।

বাংলাদেশের বান্দরবানে

সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে খতম তিন জঙ্গি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের বান্দরবানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে খতম তিন জঙ্গি। বান্দরবানের রুমায় এই সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে। জঙ্গিরা 'কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এর সদস্য বলে জানা যাচ্ছে। এই ঘটনায় প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।এর আগে গত এপ্রিল মাসে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে দুই কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের জঙ্গি নিহত হয়েছিল। ২ জঙ্গিকে আটক করা হয়েছিল। প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে এই সংঘর্ষ চলেছিল। গত কয়েক বছর ধরেই এই জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আসছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। জানা গিয়েছে, রুমা সদর থেকে আট কিলোমিটার দূরে মুলপি পাড়া গ্রামে এই কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট জঙ্গির দাপট খুব বেশি ছিল। গত বছরের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তরফে রুমা উপজেলার এই দুর্গম অঞ্চলে অভিযান চালানো হয়েছিল। সেই অভিযানে কেএনএফ জঙ্গিকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছিল। এবার ফের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে খতম হল তিন জঙ্গি।জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে বান্দরবানের রুমায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে।বান্দরবানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রায়হান কাজেমি এই কথা জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, তিন জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। তাদের এখনও পর্যন্ত তাদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ সহ বেতার যন্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

আমি ভয় পাই না: কানহাইয়া কুমার

উষা পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক।

নয়াদিল্লি, ১৯ মে, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : উত্তর পূর্ব দিল্লি থেকে কংগ্রেস প্রার্থী কানহাইয়া কুমার আজ বলেছেন যে বিরোধীরা যাই করুক না কেন, তিনি ভয় পান না। এখানে এক নির্বাচনী বৈঠকে শ্রী কুমার বলেন, তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার চলছে, কিন্তু এসবে বিভ্রান্ত হবেন না।

কংগ্রেস প্রার্থী কুমার বলেন, আমরা সময়মতো বিরোধীদের জবাব দিয়েছি, এখন আপনাদের সবাইকে দেখতে হবে কীভাবে তাদের হারানো যায়।

তিনি আরো বলেন, বিদায়ী সাংসদ যদি এলাকায় কাজ করতেন তাহলে আজ এখানে কোনো সমস্যা হতো না, তাকে মিথিলার পাগ ও দুপাট্টা উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

দুই দশক পর বিহারে একসঙ্গে এলেন লালু ও রঞ্জন

ডাঃসমরেন্দ্র পাঠক , সিনিয়র সাংবাদিক।

পাটনা, ১৯ মে ২০২৪ (এজেন্সি)। নিউজ সারাদিন : একটা কথা প্রচলিত আছে যে রাজনীতিতে কেউ সবসময় বন্ধু বা শত্রু নয়, এই ঘটনা বিহারের নির্বাচনী প্রচারে দেখা যাচ্ছে।

বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী লালু যাদব এবং তাঁর বন্ধু অধ্যাপক রঞ্জন যাদব, যাঁদের সর্বদাই ১৯৯০-এর দশকের প্রথমার্ধে একসঙ্গে দেখা যেত, প্রায় দুই দশক পর একসঙ্গে নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম শেয়ার করতে দেখা গেছে।

আজকাল, প্রফেসর যাদব গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জঔউ প্রার্থী ডাঃ মিসা ভারতীর জন্য, পাটলিপুত্র লোকসভা কেন্দ্রে, এমনটাই হওয়া উচিত লালু যাদবের সাথে প্রফেসর রঞ্জন যাদবের সম্পর্ক রয়েছে, যখন তিনি মিসেস রাবড়ি দেবীর হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেন।

আজকাল, ভিআইপি প্রধান মুকেশ সাহনি তেজস্বী যাদবের সাথে প্রতিটি নির্বাচনী বৈঠকে উপস্থিত হন, যখন একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় তেজস্বী যাদবকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ তোলেন পৃথক এটি প্রয়াত ক্যাপ্টেন জয় নারায়ণ নিষাদের এমপি পুত্র অজয় নিষাদের গল্প, যিনি দীর্ঘদিন ধরে বিহারের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বিজেপি থেকে টিকিট না পেয়ে, তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন এবং মুজাফফরপুর থেকে প্রার্থী হওয়ার পরে, তিনি বিজেপি এবং তার নেতাদের অভিশাপ দিতে শুরু করেন।

যাইহোক, বিহার কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন সভাপতি শ্রী অশোক চৌধুরী এবং মেহবুব আলি কেসারের নামও এই তালিকায় রয়েছে, যারা রাজ্য কংগ্রেসের একটি অংশে যোগ দিয়েছিলেন এবং এখন কংগ্রেসের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকেন না আরেকটি নাম যা এল.এস.

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৩৬ সংখ্যা ২০ মে, ২০২৪ সোমবার ০৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

সভা সেরে প্রধানমন্ত্রী কলাইকুন্ডা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে রাত কাটাবেন

সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে যখন কাটাছেঁড়া চলছে, সেই সময় মোদির এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রবিবার ফের রাজ্য পা রাখছেন মোদি। আজ মোট তিনটি সভা রয়েছে তাঁর। বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতর সমর্থনে পুরুলিয়ায় প্রথম সভাটি করবেন তিনি। বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার এবং বিষ্ণুপুরের প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর সমর্থনে ওন্দায় সভা রয়েছে। পাশাপাশি, আগামী কালও দু'টি সভা রয়েছে মোদির। অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে খড়্গপুরেও সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে রাজভবনের পরিবর্তে আজ রাতে তিনি থাকবেন কলাইকুন্ডা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। কয়েক দিন আগে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে যখন তোলপাড় চলছে, সেই সময়ও রাজ্যে এসে রাজভবনেই ওঠেন মোদি। তার পরেও একবার রাজভবনে রাত্রিবাস করেন তিনি। সেই নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখেও পড়তে হয় তাঁকে। শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত রাজ্যপালের বাসভবনেই ওঠার জন্য তৃণমূল তীব্র আক্রমণ শানায়। তাই এবার মোদির রাজভবনে না ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েও নান জল্পনা শুরু হয়েছে।

এমনিতে রাজভবনে মোদির জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘর রয়েছে। এবারও সেই ব্যবস্থা করে রাখা ছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে অন্য বার মোদি আসার আগে রাজভবনে যে তৎপরতা চোখে পড়ে, এবার তা নেই। আর তার পরই মোদি রাজভবনে থাকছেন না বলে জানা যায়। আজ সভা সেরে কলাইকুন্ডা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে রাত কাটাবেন। কাল সকালে সেখান থেকে বেরিয়ে বাকি সভাগুলি সারবেন, তার পর আবার উড়ে যাবেন। তবে কেন রাজভবনে থাকছেন না মোদি, তা নিয়ে কিছু জানা যায়নি।

সম্পাদকীয়

আগামী ৩১ মে শেষ হয়ে যাচ্ছে বাংলার মুখ্যসচিব পদে ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকার চাকরির মেয়াদ

লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই আগামী ৩১ মে শেষ হয়ে যাচ্ছে বাংলার মুখ্যসচিব পদে ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকার চাকরির মেয়াদ। যদিও রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছে।যদিও রাজ্যের প্রবীণ আমলাদের একাংশ জানিয়েছেন, মেয়াদ বৃদ্ধির পদ্ধতি বেশ জটিল। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত যে কমিটি রয়েছে, তার বৈঠক হয়। কিন্তু এখন নির্বাচন চলছে বলে সেই বৈঠকের জন্য নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিতে হবে। কেন্দ্রের কর্মিবর্গ এবং প্রশিক্ষণ মন্ত্রক কমিশনের কাছে সেই প্রস্তাবে সবুজ সঙ্কেত পেলে তবেই নিয়োগ কমিটির বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে সদর্থক সিদ্ধান্ত হলে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত নির্দেশনামা নবান্নে আসবে। সেই পদ্ধতি কত দূর এগিয়েছে, না কি আদৌ এগোয়নি, তা নিয়েও স্পষ্ট বার্তা নবান্নে আসেনি বলেই খবর। যদিও আধিকারিকদের একাংশ জানান, কমিশনের সম্মতি পেলে প্রক্রিয়া মোটেই সময়সাপেক্ষ নয়। তাই আগামী সপ্তাহেও মুখ্যসচিবের মেয়াদবৃদ্ধির বার্তা নবান্নে আসতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন।কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদির সরকার এখনও এই বিষয়ে নবান্নকে কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি। ফলে গোপালিকার চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়া নিয়ে অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। লোকসভা নির্বাচন চলা হেতু রাজ্যে এখন লাগু আছে আদর্শ আচরণবিধি। আর তাই এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক স্তরে পরিবর্তন হলে, সমস্যা হতে পারে বলে মত রাজ্যের প্রশাসনিক মহলের। সেই ক্ষেত্রে গোপালিকার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। নির্বাচন কমিশনের তরফে কেন্দ্রকে এব্যাপারে নোট দেওয়া হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

আগামী ৩১ মে চাকরির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকার। আর নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ৪ জুন। গোপালিকার আগে রাজ্যের মুখ্যসচিবের পদে থাকা হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদ্বীর ক্ষেত্রেও চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির চিঠি এসেছিল মেয়াদ শেষের আগের দিন। ফলে গোপালিকার ক্ষেত্রেও এখনও সময় রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এনিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে প্রশাসনের অন্দরে। কেননা রাজ্যের আবেদন মঞ্জুর না হলে, নতুন মুখ্যসচিব কে হবেন তা নিয়ে আগ্রহ ও কৌতুহল ক্রমশ বাড়ছে। যদিও নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ম মেনে মুখ্যসচিবের পদের জন্য রাজ্য সরকারকে ৩জন IAS অফিসারের নাম পাঠাতে হবে কেন্দ্র সরকারের কাছে। সেই ৩জনের মধ্যেই কাউকে বেছে নেওয়া হবে বাংলার পরবর্তী মুখ্যসচিব হিসেবে। এই প্রক্রিয়ার জন্য লাগবে অন্তত দু'দিন। কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশন ভোট চলাকালীন এই ঝুঁকি নেবে না বলেই মত বাংলার আমলামহলের।

মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণের আধিপত্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

পদ থেকে মণি-কাঞ্চন সবই অকাতরে দান করতে থাকেন তাঁদের। এ পর্যায়ে সমস্ত ব্রাহ্মণকে টপকে গেছেন অগস্ত্য। অগস্ত্য রামমাহাত্ম্য শুনিয়েছেন। রাজা রাম প্রশ্ন করছেন, আর অগস্ত্য এক কাহিনি থেকে আর-এক কাহিনিতে অবাধে চলে গেছেন। রামকে স্বয়ং বিষ্ণু হিসাবে ঘোষণা করে দিলেন। শুধু তাই-ই নয়, বনবাস ও যুদ্ধকালীন রাম যে অন্যায়গুলি করেছেন সেগুলি থেকে কলঙ্কমুক্ত করতে বা মাহাত্ম্য দিতে রাবণকেও ভগবান বানিয়েছেন। রাবণ ও অন্যান্য লঙ্কা-নায়করা অভিশাপের ফলেই এই রাক্ষস-জন্ম। আর রাক্ষস-জন্মে রাবণ ভয়ংকর অপরাধী, কামুক, অহংকারী, ধর্ষক। এহেন মানুষকে হত্যা করে 'ভগবান রাম উচিত কাজই করেছেন। শুধু উচিত কাজই করেননি, তিনি রাবণকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন এবং পৃথিবীর সাধারণ মানুষকে অনাচার থেকে রক্ষা করেছেন।

জাস্টিফাই। ব্যস, সাতখুন মাফ! সাতখুন মাফ করতে গিয়ে রাম হয়েছেন নিমিত্তমাত্র, যা হয়েছে যা করেছে। সবই বিষ্ণু তথা আর্যদেবতারা করেছেন। তাই নানা উদ্ভট ও অতিকল্পনার কাহিনি সংবলিত করে বানরাও দেবতা, হনুমানও দেবতা, এমনকি সমগ্র রাক্ষসদেরও দেবতা বলে ঘোষণা করতে হয়েছে। যা হয়েছে তা সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য হয়েছে, রামকাণ্ড সবই ভগবান-দেবতাদের গটআপ গেম। অরণ্যকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ডে রামকে প্রায় কিছুই করতে হয়নি, সবই নেপথ্য থেকে রামকে সামনে রেখে আর্যদেবতারাই করেছেন। অগস্ত্য তাঁর বক্তব্যে এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে তাঁরা জগতকে শিক্ষা দিতে লীলা করেছেন এবং স্বর্গে রওনা দিয়েছেন। যুদ্ধের আগ পর্যন্ত রাম নিপাট নিরীহ অতি সাধারণ মানুষই ছিলেন, রাজা হওয়ার পর রাম ভগবান হলেন। রামের সব অপরাধ স্থালিত হল, আমরা সবাই রামভক্ত হলাম! উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যের আবির্ভাব না-ঘটলে রামেরও ভগবান হওয়া হত না, রামায়ণ ধর্মগ্রন্থও হতে পারত না।

আসলে রামকে 'ভগবান' বলে ঘোষণা করে নতুন কিছুই করেননি অগস্ত্য। রামকে যখন অগস্ত্য বলছেন, রাম তখন রাজাুঅযোধ্যার রাজা। রাজা তো ভগবানই। রাম একা নন, যে যুগে সব রাজাই ভগবান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যাঁরা ছাত্র তাঁরা জানেন রাষ্ট্রর উৎপত্তির বিষয়ে ঐশ্বরিক মতবাদ।

মনুর বলছেন রাজা কে? রাজশূন্য এই জগতকে রক্ষার জন্য ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবেরুএই দেবতার সারভূত অংশ নিয়ে পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু এই শ্রেষ্ঠ দেবগণের অংশ থেকে রাজার সৃষ্টি হয়েছিল সেইজন্য তিনি সকল জীবকে তেজে অভিভূত করেন।(অরাজকে হি লোকেহস্মিন সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।/রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।/ ইন্দ্রানিলমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চা/চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নিদ্ধত্য শাশ্বতীঃ।/ যস্মদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্মিততা নৃপঃ।/ তস্মাদভিভবত্যেষ সর্বভূতানি তেজসা"। (মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, শ্লোক ৩-৪-৫) রাজা কী? মনু বলছেন-(১) তিনি সূর্যের মতো চোখ ও মন সন্তপ্ত করেন। পৃথিবীতে কেউ তাঁকে মুখোমুখি অবলোকন করতে পারে না। (২) বালক হলেও রাজাকে মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। ইনি মানুষের রূপে মহান দেবতা। (৩) অতি নিকটে গেলে আগুন একমাত্র সেটাই দগ্ধ করে, কিন্তু রাজারূপ আগুন বংশ-পশু সম্পত্তি সহ দগ্ধ করে। (৪) রাজার অনুগ্রহে বিশাল সম্পত্তি লাভ হয়, যাঁর বীরত্বে জয়লাভ হয়, যাঁর ক্রোধে মৃত্যু বাস করে, তিনি প্রকৃতই সর্বতেজোময়। ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার নিষ্কণ্টক সিংহাসনও পাক্কা।

যবদ্বীপে (বর্তমানে জাভা। জাভা ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ। এটি ইন্দোনেশিয়ার একটি অংশ। প্রাচীনকালে জাভা নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির মতো হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল) ঋষি অগস্ত্যের খুব নাম-ডাক। দক্ষিণ ভারতে তামিল দেশেও অগস্ত্যের পুজো হয়। অগস্ত্য ঋষিকে কোথাও কোথাও শিবের অভিন্ন রূপে কল্পনা করা হয়। বস্তুত দক্ষিণ ভারত থেকেই যবদ্বীপে অগস্ত্যপুজো প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে করেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রাচীন যবদ্বীপে অষ্টম-নবম শতকে কয়েকটি তারিখ দেওয়া শিলালেখ পাওয়া যায়। সেইসব শিলালেখে অগস্ত্যের উল্লেখ আছে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

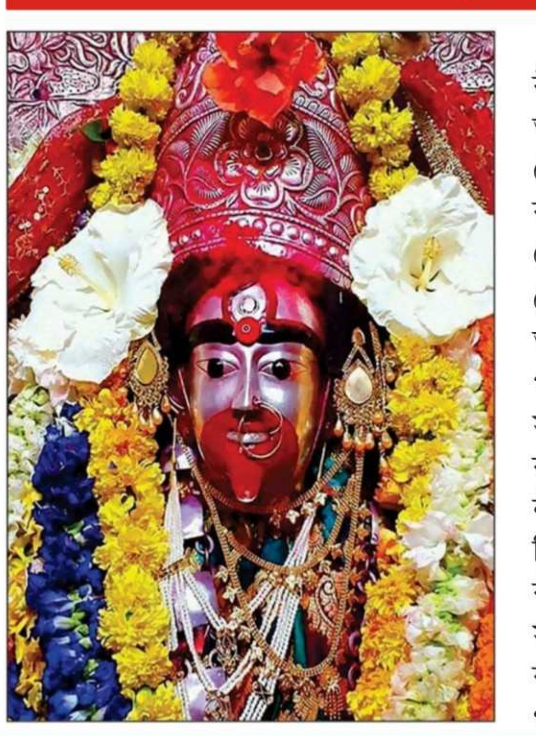

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বীরভূমের প্রধানতম তীর্থ তারাপীঠ আজ আন্তর্জাতিক কৌতূহলের কেন্দ্রভূমি। রহস্যের পরে রহস্য আবৃত রেখেছে এই শক্তিপীঠকে।

কেন এখানকার দেবী নাম তারা হল, তাই নিয়েও আছে পুরাণের এক কাহিনি। সমুদ্রমন্থনে ওঠা বিষ পান করে শিব হয়ে উঠলেন নীলকণ্ঠ। বিষে জর্জরিত তিনি। সেই যন্ত্রণা থেকে কীভাবে শিব মুক্তি পাবেন। সব দেবতা 'দেবী তারার' কাছে গিয়ে বললেন, শিবকে গরলমুক্ত করতে। ক্রমশঃ

ঝেঁপে আসছে ঝড়বৃষ্টি! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে

বাংলার কোন কোন জেলায় দুর্যোগের পূর্বাভাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কদিন ধরেই তাপমাত্রা বাড়ছে বাংলায়। ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল অবস্থা বঙ্গবাসীর। এরই মধ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এই বছর নির্ধারিত সময়ের আগে দেশে ঢুকছে বর্ষা। তার সঙ্গেই শোনা যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় রেমালের আশঙ্কাও।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবার দুই মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও মালদা, দুই দিনাজপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে। আজ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে। রাতেও গরম ও অস্বস্তিকর পরিবেশ থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মালদা, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে। বঙ্গোপসাগরে জন্ম নিচ্ছে রেমাল! আমফানের মাসেই ধেয়ে আসতে পারে আরও এক ঘূর্ণিঝড়

সোমবার ভোটের মধ্যেই রাজ্যজুড়ে ঝেঁপে বৃষ্টি! সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা

সোমবার দক্ষিণবঙ্গে বেশিরভাগ জায়গাতেই কালবৈশাখীর পূর্বাভাস রয়েছে। পঞ্চম দফার ভোটের দিন বিশেষ করে দুই চব্বিশ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান,নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়াতে ঝেঁপে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। অস্বস্তিকর গরম থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামে।

সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টির সঙ্গে হতে পারে ঝড়। উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামীকাল ভারী বৃষ্টি হবে মালদা ও দিনাজপুরে। এরপর মঙ্গলবার ২১ মেও দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি জারি থাকবে। ওইদিন উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টি এবং দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। উত্তরবঙ্গেও ২২ তারিখ বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। মোটামুটি শনিবার পর্যন্ত দুই বঙ্গে বৃষ্টি জারি থাকবে। অন্যদিকে, রবিবারই মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে আন্দোমান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করেছে। পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে আগামী ২২ মে একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে। যা প্রথমে উত্তর-পূর্ব দিকে এগোবে ওপরে একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

শারমিনকে বিয়ের প্রস্তাব সালমানের, কী জবাব দিয়েছিলেন অভিনেত্রী?

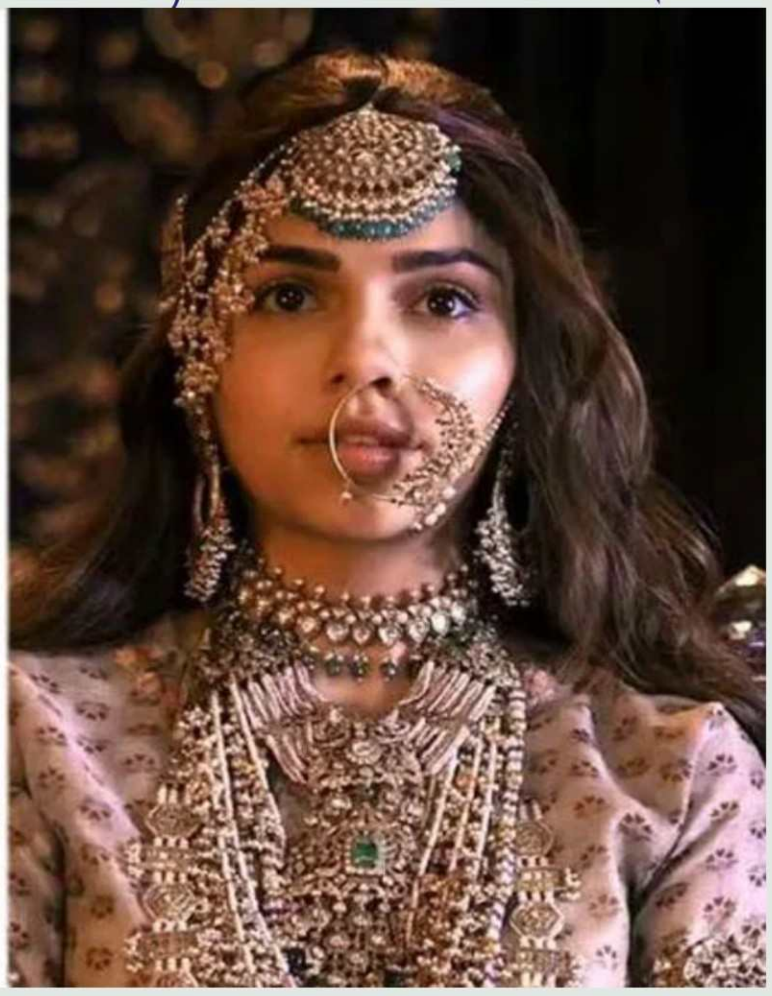

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'হীরামন্ডি' সিরিজে অভিনয় করার পর থেকে চর্চায় রয়েছেন ভারতীয় অভিনেত্রী শারমিন সেগাল। সম্পর্কে তিনি সঞ্জয় লীলা বানসালীর ভাগ্নি। এক সময় বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সালমান খানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। সে সময় সালমান নাকি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেত্রী।

জীবনে প্রথম কোন সেলেব্রিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়? এমন প্রশ্নের জবাবে শারমিন নাম নেন সালমান খানের। তখনই নাকি সালমান মজার ছলেই বিয়ের প্রস্তাব দেন শারমিনকে। সঞ্জয় লীলা বানসালী পরিচালিত 'হাম দিল দে চুকে সানাম' ছবির সেটে সালমানের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় শারমিনের, তখন অভিনেত্রীর বয়স মাত্র ২-৩ বছর।

শারমিন বলেছেন, "আমার তখন ২-৩ বছর বয়স। সালমান আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি আমায় বিয়ে করবে?' আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বলেছিলাম, 'না'।"

শারমিন জানিয়েছেন, তখন তিনি বিয়ের অর্থই বুঝতেন না। যা-ই জিজ্ঞাসা করা হতো, সব কিছুতেই তিনি উত্তরে 'না' বলতেন।

উল্লেখ্য, দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছে সঞ্জয় লীলা বানসালীর সিরিজ 'হীরামন্ডি'। তবে অভিনয়ের জন্য ট্রোলড হচ্ছেন শারমিন। এতটাই সমালোচনার মুখে তাকে পড়তে হচ্ছে যে, তিনি নিজের ইনস্টাগ্রামে কমেন্ট বিভাগ বন্ধ করে রেখেছেন।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, পরিচালকের ভাগ্নি বলেই এই সুযোগ পেয়েছেন শারমিন। উত্তরে তিনি বলেছেন, "আমি কোনও সুবিধা পাইনি। উনি আমায় খুবই ভালবাসেন ঠিকই, কিন্তু সেটে আমি নিজের মামা হিসেবে তাকে দেখতাম না। সঞ্জয় লীলা বানসালী হিসেবেই দেখতাম এবং এই সম্মানটা তিনি নিজের কাজের মাধ্যমে অর্জন করেছেন।"

উল্লেখ্য, 'হীরামন্ডি' সিরিজে শারমিন ছাড়াও অভিনয় করেছেন মনীষা কৈরালা, সোনাক্ষী সিনহা, অদিতি রাও হায়দারি, রিচা চাড্ডা ও সাঞ্জিদা শেখ।

রেগে গিয়ে অরিজিৎ সিংয়ের ভক্তকে যা বললেন তার স্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমান প্রজন্মের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী অরিজিৎ সিং। যার সুরের মূর্ছনায় হারিয়ে যান বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই। সেই অরিজিৎ এর নারী ভক্তের তালিকা গুনে শেষ করা যাবে না। এক ইশারায় বিয়ের পাত্রী সেজেও লাইনে দাড়িয়ে যাবেন অনেকেই। তবে অরিজিৎ সবাইকে ছাপিয়ে বিয়ে করেছেন ছোটবেলার প্রেমিকা কোয়েলকে

ভারতের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী অরিজিৎ সিং। 'তুম হি হো' বা 'হামারি অধুরি কাহানি'- গানের মাধ্যমে ভক্তদের মাঝে জায়গা করে নিয়েছেন। এরপর বলিউড থেকে টালিউডে গান গেয়ে প্রশংসিত হয় শ্রোতামহলে। ব্যক্তি জীবনে অরিজিৎ সিংয়ের প্রথম স্ত্রী রূপরেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ছোটবেলার প্রেমিকা কোয়েল রায়কে বিয়ে করেন।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়েছিলেন অরিজিৎ সিং ও কোয়েল। ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পর তাদেরকে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।

এক ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, স্কুটিতে চড়ে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পর ভক্তরা সেলফি তুলতে ছুটে আসেন। এক পর্যায়ে এক ব্যক্তি কোয়েলকে ধাক্কা দেন। এরপর রেগে গিয়ে অরিজিৎ তেড়ে যান, তবে তিনি শান্ত হয়ে সেই ব্যক্তিকে দূরে যেতে বলেন।

এ সময় কোয়েলকে বলতে শোনা যায়, 'ধাক্কা-ধাক্কি মেরে, এসব করে কী করবি তোরা।"

উল্লেখ্য, বর্তমান প্রজন্মের মন ভাঙাগড়া যেন অরিজিৎয়ের সুরে অন্য মাত্রা খুঁজে পায়। তবে লাইমলাইট থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসেন তিতি। কিছুদিন আগে দুবাই কনসার্টের মঞ্চ থেকে পাকিস্তানি অভিনেত্রী মাহিরা খানের থেকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে ফের চর্চায় উঠে আসেন।

সাইফ-কারিনার ঘনিষ্ঠ ভিডিও ভাইরাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি কারিনা কাপুর-সাইফ আলি খান। এই জুটির রোম্যান্স দেখে আলোচনা সমালোচনার মাঝেও ভক্তরা তাদের ভীষণভাবে পছন্দ করেন। এবার এ দম্পতির একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

যেখানে তাদেরকে ম্যাচিং পোশাকে দেখা গিয়েছে। ডেনিমের সঙ্গে সাদা কুর্তা পরেছিলেন কারিনা। অন্যদিকে, কুর্তার সঙ্গে পায়জামা পরেছেন সাইফ আলি। দু'জনেই বাড়ি থেকে বের হয়ে একে অন্যকে আলিঙ্গন করার পর চুম্বনরত অবস্থায় দেখা যায়। সেই মুহূর্ত ক্যামেরায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এরপরে কারিনা প্রথমে সাইফকে তার গাড়িতে উঠিয়ে দেন এবং তিনি গাড়িতে চেপে বেরিয়ে যান।

এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল পাপারাৎজিদের সামনে। যারা মুহূর্তে ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন। এই ভিডিওটি দেখার পর ভক্তরাও বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

একজন লিখেছেন, আপনার সম্পর্ককে এমনভাবেই বাঁচিয়ে রাখুন সারাজীবন। আজও আপনাদের দেখে মনে হয় প্রথমবার দেখছি। একেবারে পারফেক্ট কাপল। কারও মতে, 'বাড়িতে চুমু খাওয়ার সময় নেই, এভাবে রাস্তায় খেতে হচ্ছে।অন্য তৈমুরের জন্য প্রস্তুতি চলছে। তবে আপনারা কি একসঙ্গে একই বাড়িতে থাকেন না?'

কারিনা কাপুর এবং সাইফ আলি খান ২০১২ সালে কোর্ট ম্যারেজ করেন। কারিনাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল 'ক্রু' ছবিতে। অন্যদিকে, সইফ আলী খানকে তেলুগু ছবি দেবরা-তে জুনিয়র এনটিআর এবং জাহ্নবী কাপুরের সঙ্গে দেখা যাবে।

অনুমতি ছাড়া নাম-কণ্ঠ ব্যবহার, আদালতের দ্বারস্থ জ্যাকি

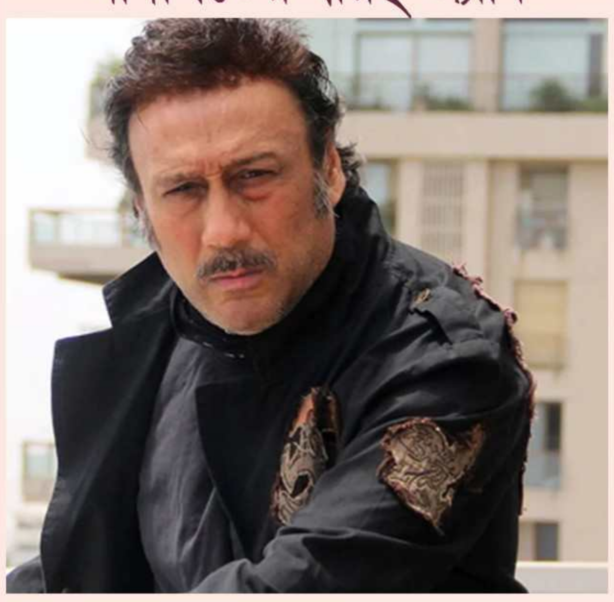

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেতা জ্যাকি শ্রফ। ক্যারিয়ারে অসংখ্য সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন এই অভিনেতা। যদিও এখন আর আগের মতো অভিনয়ে খুব একটা দেখা যায় না তাকে।

কাজ কমিয়ে দিয়েছেন বলিপাড়ার 'জগগু দাদা'। এই নামেই বেশি পরিচিত জ্যাকি। বলিপাড়ার অনেকেরই এমন আদুরে নাম আছে। জ্যাকির যেমন জগগু দাদা কিংবা 'বীরু'।

এবার এই 'বীরু' ডাক নিয়ে যত গণ্ডগোল। তার ছবি ও কণ্ঠস্বর নিয়ে বানানো হচ্ছে আপত্তিকর 'কনটেন্ট'। বিরক্ত হয়ে মানহানির মামলা করেছেন জ্যাকি। দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিনেতা। আদালতের কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

কেউ মজা করছেন তার নাম নিয়ে, তাতে আপত্তি নেই অভিনেতার। কিন্তু তার নাম ব্যবহার করে আপত্তিকর কিছু বানালে প্রবল আপত্তি তার। সেই কারণেই তার নাম অর্থাৎ জ্যাকি শ্রফ, জ্যাকি, বীরু বা জগগু দাদা- এগুলো তার অনুমতি ছাড়া যাতে কেউ ব্যবহার করতে না পারে, সেজন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

এমনকি, অনুমতি ছাড়া যাতে কেউ তার কণ্ঠস্বরও ব্যবহার করতে না পারে, সেই জন্য 'ডিপার্টমেনট অফ টেকনোলজি' এবং 'মিনিস্ট্রি অফ ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি'র কাছে আবেদন জানিয়েছেন জ্যাকি। পাশাপাশি আবেদন করেছেন, এখন পর্যন্ত যেসব ভিডিও তার কণ্ঠ ব্যবহার করে বানানো হয়েছে, সেগুলো যেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

নির্বাচনের হলফনামায় যে পরিমাণ সম্পত্তি দেখালেন কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতির ময়দানেও সফর শুরু করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। ৯১ কোটি রুপির সম্পদের মালিক এই অভিনেত্রী বুধবার হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন। তার সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামাতেই এই পরিমাণ সম্পত্তির হিসাব দিয়েছেন কঙ্গনা।

ভারতের তিনটি রাজ্যে জমি ও বাড়ি রয়েছে অভিনেত্রীর। এর মধ্যে মুম্বাইয়ে রয়েছে তিনটি বাড়ি আর একটি বাংলো। বাংলোটির আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৫ কোটি রুপি। কয়েক বছর আগে নিজের জন্মভূমি মানালিতে স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করেন অভিনেত্রী। তারও বাজারমূল্য প্রায় ১৬ কোটি রুপি। এছাড়া চণ্ডীগড়ে বেশ কিছু সম্পত্তি রয়েছে। এছাড়া মুম্বাইয়ে নিজের প্রযোজনা সংস্থা রয়েছে।

কঙ্গনা হলফনামায় আরও জানিয়েছেন, তার প্রায় সাড়ে ৬ কেজি গয়না রয়েছে, যার বাজার মূল্য ৫ কোটি রুপির বেশি। ৩ কোটি রুপি মূল্যের ১৫ ক্যারেট ডায়মন্ড রয়েছে অভিনেত্রীর। রুপা রয়েছে প্রায় ৬০ কেজির মতো, যার মূল্য প্রায় ৫০ লাখ রুপি। এ ছাড়া ব্যাংকে রয়েছে ১ কোটি ৩২ লাখ রুপি। যার মধ্যে কঙ্গনার কাছে নগদ রয়েছে ২ লাখ রুপি।

অভিনেত্রীর বেশ কিছু বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে, সঙ্গে একটি স্কুটারও আছে। এর মধ্যে প্রায় ৪ কোটি রুপি মূল্যের মার্সিডিজ, ৯৯ লাখ রুপি মূল্যের বিএমডব্লিউ ও মার্সিডিজ বেঞ্জের ৫৮ লাখ রুপি মূল্যের আরেকটি গাড়ি রয়েছে। হলফনামায় কঙ্গনা তার নামে ৮টি মামলার কথা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি ১৭ কোটি রুপির ঋণ রয়েছে অভিনেত্রীর।

এছাড়া ২০২২-২৩ বর্ষে অভিনেত্রীর বার্ষিক আয় ছিল ৪ কোটি রুপি। যদিও চলতি বছরে এর মধ্যেই ১২ কোটি রুপি উপার্জন দেখিয়েছেন কঙ্গনা রানাউত। সবমিলিয়ে কঙ্গনার মোট সম্পত্তির পরিমাণ সাড়ে ৯১ কোটি রুপির। তার মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২৮.৭ কোটি এবং স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ৬২.৯ কোটি রুপির।

কোপার আগে আর্জেন্টিনা দলে ইনজুরির থাবা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২১ জুন শুরু হবে কোপা আমেরিকা। আগামী বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই এবারের আসরের ব্যাপ্তি বাড়িয়েছে কনমেবল। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় এ আসরে যুক্ত হচ্ছে উত্তর আমেরিকার ছয় দেশও। কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসরের জন্য এরই মধ্যে ব্রাজিল ও মেক্সিকো দল ঘোষণা করেছে। তবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ও প্রতিযোগিতার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা গতকাল পর্যন্ত দল ঘোষণা করেনি। মূলত সেরা একাদশের বেশ কয়েকজন চোটে থাকায় সমস্যায় পড়ে গেছে তারা। সে তালিকায় অধিনায়ক লিওনেল মেসিও রয়েছেন। চলতি মৌসুমে চোটের কারণে নিয়মিত মাঠে নামতে পারেননি মেসি। কয়েক দফায় মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। গত রোববার মেজর সকার লিগে (এমএলএস) মন্ট্রিলের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলার সময় নতুন করে ইনজুরিতে পড়েন মেসি। ম্যাচের ৪৩ মিনিটের সময় ফাউলের শিকার হন তিনি। তাঁকে বেশ কড়া ট্যাকলই করেন মন্ট্রিলের ফুটবলার জর্জ ক্যাম্পেস। চিকিৎসা নিয়ে পুরো ম্যাচ শেষ করলেও তিনি যে সুস্থ নন, সেটা যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম নিশ্চিত করেছে। মেসির লম্বা বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টাও জানিয়েছে তারা। ইউএস টুডে তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, ইন্টার মায়ামির পরের দুই ম্যাচে দেখা যাবে না মেসিকে। চলতি সপ্তাহে চোটে পড়েছেন আর্জেন্টিনার আরেক নিয়মিত সদস্য মার্কাস আকুইনা। লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে খেলার সময় ইনজুরিতে পড়েন সেভিয়ার এ ডিফেন্ডার। চলতি মৌসুমে পঞ্চমবারের মতো চোটে পড়লেন তিনি। ইনজুরির কারণে এরই মধ্যে মাঠের বাইরে আছেন গত বিশ্বকাপে উদীয়মান খেলোয়াড়ের খেতাব পাওয়া এনজো ফার্নান্দেজ। কুঁচকির চোটের কারণে গত মাসের শেষ দিকে অস্ত্রোপচার হয়েছে চেলসির এ মিডফিল্ডারের। ৩১ মে তিনি মাঠে ফিরতে পারেন বলে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন চিকিৎসকরা। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস বলেছে, হার্নিয়া সমস্যা কাটিয়ে পুরো ফিটনেস ফিরে পেতে তাঁর মাসখানেক লাগতে পারে। এর পর ছন্দে ফিরতে আরও সময় লাগবে। কোপা আমেরিকার কথা মাথায় রেখেই গত ২৬ এপ্রিল তাঁর এ অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তবে তাঁকে কোপায় পাওয়া যাবে কিনা, সেটা নিয়ে বেশ সন্দিহান আর্জেন্টাইন গণমাধ্যম। গত ৫ মে রাইট-ব্যাক নাহুয়েল মলিনা মাংসপেশির চোটে পড়েছেন। তাঁকে কোপায় নাও পাওয়া যেতে পারে। এ চারজনের চোটের সর্বশেষ অবস্থা জেনেই কোপার স্কোয়াড ঘোষণা করতে চাইছে আর্জেন্টিনা। আগামী ২১ জুন কানাডার বিপক্ষে আসরের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা।

কাসেমিরোর গন্তব্যও সৌদি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকায় ব্রাজিল দলে ঠাঁই হয়নি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। তাই নতুন মৌসুমে ইউনাইটেডের পরিকল্পনায় কাসেমিরো নেই। সেটা নিজেও উপলব্ধি করছেন ৩২ বছর বয়সী এ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। তাই ২০২৬ সাল পর্যন্ত ম্যানইউর সঙ্গে চুক্তি থাকলেও তার আগেই ক্লাব ছাড়ছেন কাসেমিরো। ইতোমধ্যে তাঁর নতুন গন্তব্য হিসেবে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে কথা বেশি হচ্ছে। এই ক্লাবে আগে থেকেই আছেন একসময় কাসেমিরোর রিয়াল মাদ্রিদ সতীর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। শুধু কাসেমিরোই নন, ম্যানইউর অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেসের সৌদি আরব যাওয়ার গুঞ্জন উঠেছে। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ২৫ মে এফ এ কাপের ফাইনালে ম্যানসিটির মুখোমুখি হবে ম্যানইউ। সেই ম্যাচটিই ইউনাইটেড ক্লাবের জার্সিতে সম্ভবত শেষ কাসেমিরো এবং ফার্নান্দেসের। দ্য টেলিগ্রাফে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, আল নাসরের সঙ্গে নাকি কথা পাকাপাকি করেছেন কাসেমিরো। আল হিলাল এবং আল ইত্তিহাদের নজরে আছেন পর্তুগালের ফার্নান্দেস। ব্রাজিলিয়ান আরেক তারকা নেইমার গত বছর আল হিলালে যোগ দিয়েছেন।

ধারণা করা হচ্ছিল, তাঁর সঙ্গে জুটি বাঁধবেন কাসেমিরো। তবে নেইমারের ক্লাব কাসেমিরোর চেয়ে ২৯ বছর বয়সী ফার্নান্দেজকে পেতে আগ্রহী। শুধু এই দুজনই নন, নতুন মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে খেলা ১০ ফুটবলারে চোখ সৌদি আরবের ক্লাবগুলোর। যে তালিকায় লিভারপুল গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার এবং ম্যানসিটির গোলরক্ষক এডারসনও আছেন। লিভারপুলের বড় তারকা মোহামেদ সালাহর সৌদি আরবে যাওয়ার গুঞ্জন আছে।

চোটের কারণে
আইপিএল ছাড়লেন রাবাদা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর সপ্তাহ দুয়েক আগে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কাগিসো রাবাদা। তবে বৈশ্বিক আসরে তারকা এই পেসারকে পাওয়ার আশায় আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। রাবাদার পায়ের (উরু থেকে নিচে) টিস্যুতে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যে কারণে গত রবিবার সন্ধ্যায় ভারত ছাড়েন আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলা গতিময় এই পেসার।

ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের এবারের আসরে ১১ ম্যাচ খেলে ১১ উইকেট নেন রাবাদা। ওভারপ্রতি রান দেন ৮.৮৫। পাঞ্জাবের হয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ম্যাচে খেলেননি তিনি। পরের দুই ম্যাচেও তাকে পাবে না দলটি।

ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ) জানিয়েছে, বিশ্বকাপ সামনে রেখে চিকিৎসক দল এই পেসারকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

বিশ্বকাপে রাবাদাকে পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য বিশেষ একটি কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ বৈশ্বিক আসরের জন্য ঘোষিত ১৫ সদস্যের প্রাথমিক দলে রাবাদাই একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান ক্রিকেটার। যা নিয়ে এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

জাতীয় দলে এক মৌসুমে গড়ে প্রতি একাদশে ছয় জন করে শ্বেতাঙ্গ ছাড়া ভিন্ন বর্ণের খেলোয়াড় রাখার লক্ষ্য স্থির করেছে সিএসএ। যেখানে আবার কমপক্ষে দুইজন অবশ্যই হতে হবে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অবশ্য সেটা আপাতত পারছে না দক্ষিণ আফ্রিকা। কারণ তাদের স্কোয়াডে ছয় জন ভিন্ন বর্ণের ক্রিকেটার থাকলেও কৃষ্ণাঙ্গ কেবল একজন।

তাই ওই খুব বেশি পিছিয়ে না থাকা নিশ্চিত করতে রাবাদাকে প্রতিটি ম্যাচ খেলতে হবে। পরে ২০২৪-২৫ মৌসুমে গড়টা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে আরেক কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান ক্রিকেটার হিসেবে লড়াইয়ে আছেন লুঙ্গি এনগিডি। এই পেসারকে অবশ্য সফরসঙ্গী রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছে। আগামী ৩ জুন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

অবসর প্রশ্নে কী বললেন রোহিত?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর রোহিত শর্মা ধীরে ধীরে নিজেকে ক্রিকেট থেকে গুটিয়ে নেবেন বলে অনেকেই ধারণা করেছিলেন। তবে ভিন্ন কথা শোনালেন ভারতীয় এই হার্ডহিটার ওপেনার। একইসঙ্গে ক্রিকেট অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে হয়েছেন আবেগাক্রান্ত, বলেছেন উত্থান-পতন ও সাফল্যের অজানা বুলি।

রেডিও স্টেশন 'দুবাই আই'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন ভারতীয় অধিনায়ক। সেখানে তিনি বলেন, 'ভারতের হয়ে আমার ১৭ বছরের যাত্রা ছিল দুর্দান্ত। আমি আশাবাদী, আরও কয়েক বছর খেলতে পারব। আমি আমার খেলা দিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটকে প্রভাবিত করব। আমার জীবনে অনেক উত্থান-পতন দেখেছি। আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেটা জীবনের এই উত্থান-পতনের কারণেই সম্ভব হয়েছে।'

২০২২ সালের শুরুতে স্থায়ীভাবে সব সংস্করণের অধিনায়ক করা হয় রোহিতকে। এর আগে যদিও অনিয়মিত অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শুরুর দিকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা কল্পনা না করলেও, এখন দেশের হয়ে অধিনায়কত্বকে সবচেয়ে সম্মানের বলে মনে করেন রোহিত, 'দেশের হয়ে অধিনায়কত্ব করা সবচেয়ে বড় সম্মানের ব্যাপার। কখনোই ভাবিনি আমার জীবনে এমন কিছু আসবে, একদিন আমি নেতৃত্ব দেব। তবে লোকে বলে, ভালো মানুষের সঙ্গে নাকি ভালো কিছুই হয় (হাসি)।'

ওআমি যখন দলের দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তখন একটি লক্ষ্যেই এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। দলগত পারফরম্যান্স দিয়েই সাফল্য পেতে চেয়েছি। ব্যক্তিগত রেকর্ড এবং মাইলস্টোনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ১১ জন খেলোয়াড় একসঙ্গে খেলে এবং তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ট্রফি জেতা', আরও যোগ করেন রোহিত।

ক্রিকেট ক্যারিয়ারে দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার ডেল স্টেইনের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ছিল রোহিতের কাছে, 'ব্যাট করতে যাওয়ার আগে আমি ডেল স্টেইনের ভিডিও ১০০ বার দেখেছি। সে একজন কিংবদন্তি এবং যা অর্জন করেছে তা অসাধারণ। ওর বিপক্ষে খেলাটা চ্যালেঞ্জিং ছিল, ওর বিপক্ষে আমি যে দারুণ সাফল্য পেয়েছি, তাও কিন্তু নয়। কিন্তু আমি আমার লড়াই উপভোগ করেছি।'

গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে নাগালের বাইরে হলান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লড়াইটা ত্রিমুখী ছিল ঠিক এক মাস আগেও। যেমন লিগ শিরোপায়, তেমনই গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে। প্রিমিয়ার লিগের মৌসুম শেষ হয়ে যাচ্ছে আগামী রোববার। তিন দলের ট্রফি লড়াই এখন দুই দলে সীমিত হয়ে এসেছে। তবে গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে দুজনও নেই।

গোল্ডেন বুট জয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হলান্ড। মহানাটকীয় কিছু না ঘটলে টানা দ্বিতীয়বার প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিততে চলেছেন ২৩ বছর বয়সী নরওয়েজীয় তারকা।

প্রিমিয়ার লিগে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহেও গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে ছিলেন সিটির হলান্ড, চেলসির কোল পালমার ও অ্যাস্টন ভিলার ওলি ওয়াটকিনস। হলান্ড ও পালমারের গোল ছিল ২০টি করে, ওয়াটকিনসের ১৯টি। এর মধ্যে পালমার এভারটনের বিপক্ষে ৪ গোল করে হলান্ডকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে এগিয়ে ছিলেন। আর ওয়াটকিনস তো আর্সেনালের বিপক্ষে গোলের পর এমনও বলেছিলেন, 'গোল্ডেন বুটের দিকে আমার চোখ আছে। আমি বাকি সব ম্যাচেই গোল করতে চাই।'

তবে বাকি সব ম্যাচে গোল করতে চাওয়া ওয়াটকিনস লিগে পরের চার ম্যাচেই গোলহীন। একই সময়ে (১৫ এপ্রিলের পর) পালমার পাঁচ ম্যাচ খেলে করতে পেরেছেন মাত্র ২ গোল। অর্থাৎ, ওয়াটকিনস আটকে আছেন ১৯ গোলেই, পালমার ২২এ। এ সময়ে আরও ৩ গোল করে ওয়াটকিনসকে ছাড়িয়ে গেছেন নিউক্যাসল ইউনাইটেডের আলেক্সান্দার ইসাক। সুইডিশ এই ফরোয়ার্ডের গোল এখন ২০টি। গত এক মাসেই গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে নিজেকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়েছেন হলান্ড। উল্ভসের বিপক্ষে করেছেন ৪ গোল, টটেনহামের বিপক্ষে ২ আর নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে ১। সব মিলিয়ে হলান্ডের গোল এখন ৩০ ম্যাচে ২৭ টি।

হলান্ড গোল্ডেন বুট জিতলে তিনি হবেন প্রিমিয়ার লিগে দুবার সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া পঞ্চম খেলোয়াড়। তবে ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম। হলান্ড বাদে সিটির জার্সিতে খেলে প্রিমিয়ার লিগে গোল্ডেন বুট জিতেছেন দুই আর্জেন্টাইন কার্লোস তেভেজ (২০) ও সের্হিও আগুয়েরো (২৬)।

ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে
আর থাকছেন না দ্রাবিড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে মেয়াদ বাড়ানোর ইচ্ছা নেই দ্রাবিড়ের। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু। এদিকে পরবর্তী প্রধান কোচ হিসেবে আলোচনায় আছেন চেন্নাই সুপার কিংসের দায়িত্বে থাকা স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের নাম।

গত ওয়ানডে বিশ্বকাপেই মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল দ্রাবিড়ের। এরপর তিনি থাকবেন কি না, সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করতে রাজি হন দ্রাবিড়। এ দফা চুক্তির মেয়াদ আগামী মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে শেষ হবে। গত সোমবার প্রধান কোচের আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছে বিসিসিআই। আবেদন করা যাবে ২৭ মে পর্যন্ত। রোহিত শর্মাদের পরবর্তী কোচ কে হবেন, তা নিয়ে প্রতিবেদন আসছে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোতে।

তবে সে ব্যক্তি যে দ্রাবিড় হচ্ছেন না, দ্য হিন্দু জানিয়েছে এমন। এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বিশ্বকাপের পর দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার ব্যাপারটি তিনি আগেই বিসিসিআইকে জানিয়ে রেখেছেন।

দ্য হিন্দু বলছে, ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর মেয়াদ বাড়াতে রাজি হলেও আগামী মাসে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আর থাকতে চান না দ্রাবিড়। এর পেছনে ব্যক্তিগত কারণের কথা উল্লেখ করেছেন সাবেক এ অধিনায়ক। অন্তত টেস্ট দলের দায়িত্বে আরও বছরখানেক থাকতে নাকি তাঁকে দলের কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড় অনুরোধও করেছিলেন। কিন্তু দ্রাবিড় সিদ্ধান্ত বদলাবেন না।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR